সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat বাংলা

ই-পেপার

www.thedhakachat.com

১৯ আগস্ট ২০২৫ | মঙ্গলবার

চলতি সপ্তাহে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে : ইসি সচিব

ডেস্ক রিপোর্ট: নির্বাচন কমিশন (ইসি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা বা নির্বাচনী রোডম্যাপ চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান, খবর বাসস।
আখতার আহমেদ বলেন, 'নির্বাচনী রোডম্যাপের বিষয়ে আমরা বলেছিলাম, তা এই সপ্তাহেই ঘোষণা দেবো। ইতোমধ্যে এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন কমিশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। কর্মপরিকল্পনা মূলত আন্তঃঅনুবিভাগীয় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সবকিছু সমন্বয়ের পর আমরা আশা করছি, এ সপ্তাহেই চূড়ান্ত রোডম্যাপ প্রকাশ করা সম্ভব হবে।'

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা তো পরবর্তী বিষয়। আসল কথা হলো- সংশ্লিষ্ট সবাই যদি নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। তবে কোনো সমস্যা হবে না। নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত প্রশাসন নিজ নিজ এলাকায় কাজ করছেন। আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। আমাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। তাই এই মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের কোনো যৌক্তিক কারণ নেই বলে আমি মনে করি।'

মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় কিভাবে হবে, ফোকাল পার্সন এখান থেকে নির্ধারণ, পরিপত্র ও নির্দেশনা ইস্যু ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাগজপত্র তৈরি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে এখন একটি মিটিং চলছে। আমরা চেষ্টা করছি কোঅর্ডিনেট করে সময়ের আগেই কাজগুলো গুছিয়ে রাখতে।'
সীমানা নির্ধারণ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব বলেন, 'মোট ৮৩টি আসন নিয়ে আপত্তি এসেছে। এসব আপত্তির শুনানি আগামী ২৪ আগস্ট থেকে শুরু হবে এবং টানা চার দিন চলবে। এরপর বিষয়টি আমরা চূড়ান্ত করব।'
এনআইডি সংশোধন প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'সোমবারের মাসিক সমন্বয় সভায় এ সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এনআইডি কারেকশনের জন্য যেসব আবেদন বাতিল হচ্ছে, আবেদনকারীরা আবার তা সংশোধনের জন্য জমা দিচ্ছেন। আমাদের দৃষ্টিতে কোনো তথ্য গ্রহণযোগ্য না হলে তা বাতিল করা হয়, তবে আবেদনকারীর দৃষ্টিতে তা সঠিক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাদের আপিলের সুযোগ রয়েছে এবং সেই আপিল অনুযায়ী আমরা নিষ্পত্তি করছি।'

তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০ হাজার আপিল জমা পড়েছে, তবে সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি, ডেটা এন্ট্রি প্রক্রিয়া আরও উন্নত হলে এই সংখ্যা আরও হ্রাস পাবে। এরপরও পরিবর্তনের জন্য আবেদন থাকবে, কারণ এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে আমরা সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হব।'
ফর্ম-২ প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'ভোটার নিবন্ধনের জন্য ফরম-২ ব্যবহৃত হয়। এর বেশ কিছু ফর্ম এখনও স্ক্যান করা হয়নি। মূলত ২০০৮ সালে নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে কিছু ফর্ম স্ক্যানের বাইরে ছিল। সেগুলো স্ক্যান করে পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেছি। স্ক্যান সম্পন্ন হলে পোর্টালে আপলোড করা হবে। এতে আমাদের তথ্যভান্ডার আরও সমৃদ্ধ হবে।'

ভোটকেন্দ্র বিষয়ে তিনি বলেন, আজকের মাসিক সমন্বয় সভায় ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হবে না। তবে অতীতের কেন্দ্রগুলি হুবহু রাখা হবে না; যৌক্তিক প্রয়োজন থাকলে সমন্বয় করা যাবে। জাতীয় নির্বাচনে প্রতি ভোটকেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ভোটারের ব্যবস্থা রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে প্রতি বুথে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৫০০। এটিকে ৬০০ করা হলে সহজেই সামঞ্জস্য করা যাবে।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধন প্রসঙ্গে সচিব বলেন, ২২টি দলের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। যাদের আবেদন বাতিল বা বিবেচনাযোগ্য নয় তাদেরকে চিঠি দিয়ে জানানো হচ্ছে। এবার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে, কোন কারণে বা কোন শর্ত পূরণ না করায় তাদের আবেদন গ্রহণযোগ্য হয়নি।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা চাই কাজগুলো আগেই শেষ করতে, যাতে সবার সুবিধা হয়। শেষ মুহূর্তে হুড়োহুড়ি করে কাজ করতে না হয়। আগে থেকে করলে সমন্বয় ভালো হয়।'

জেলেনস্কি চাইলেই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন: ট্রাম্প

ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন 'যদি তিনি চান', কিন্তু সেজন্য শান্তি চুক্তির অংশ হিসেবে ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যাওয়ার চেষ্টা বাদ দিতে হবে।
হোয়াইট হাউজে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসার কয়েক ঘণ্টা আগে ট্রাম্প আরও বলেছেন, ক্রাইমিয়া উপদ্বীপও আর ফিরে পাবে না ইউক্রেন।
ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আট বছর আগে ২০১৪ সালে মস্কো ইউক্রেনের ক্রাইমিয়া উপদ্বীপ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর এক গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়ার সীমান্তভুক্ত করে নেয়।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক করেন ট্রাম্প। এই বৈঠকের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির দাবি ত্যাগ করে তার বদলে স্থায়ী শান্তি চুক্তির আহ্বান জানান।

সাবেক ডিবিপ্রধান হারুনসহ পুলিশের ১৮ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত

ডেস্ক রিপোর্ট: ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের সাবেক প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদসহ ১৮ কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার। আজ সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ পাঠানো এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে, খবর সমকাল। সাময়িক বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনজন ডিআইজি, ছয়জন অতিরিক্ত ডিআইজি, চারজন পুলিশ সুপার, চারজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও একজন সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তা রয়েছেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ১৮ জন কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(গ) অনুযায়ী পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী, তাদের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখ থেকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

বরখাস্ত হওয়া ১৮ জন হলেন- ডিএমপির সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ, ডিএমপির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সঞ্জিত কুমার রায়, অ্যাডিশনাল ডিআইজি রিফাত রহমান শামীম, ডিএমপির সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার কাজী আশরাফুল আজীম, খুলনার অতিরিক্ত পুলিশ
সুপার হাসান আরাফাত, ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি সৈয়দ নুরুল ইসলাম, ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান, খাগড়াছড়ি এপিবিএনের বিশেষায়িতি ট্রেনিং সেন্টারের অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ জায়েদুল আলম, এপিবিএনের অ্যাডিশনাল ডিআইজি মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন, রাজশাহী রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি শ্যামল কুমার মূখার্জী, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ের পুলিশ সুপার আয়েশা সিদ্দিকা, কক্সবাজার এপিবিএনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজন কুমার দাস, ঢাকা পুলিশ স্টাফ কলেজের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মির্জা সালাউদ্দিন, ঢাকা পুলিশ স্টাফ কলেজের সহকারী পুলিশ সুপার মো. হাবিবুল্লাহ দালাল, বরিশালের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশানার রাশেদুল ইসলাম, ঢাকা ট্যুরিস্ট পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. মনিরুজ্জামান, আরএমপির সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার মো. আবু মারুফ হোসেন ও ডিআইজি কমান্ড্যান্ট মহা. আশরাফুজ্জামান।
সাময়িক বরখাস্তকালীন তারা খোরপোষ ভাতা পাবেন বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।

ঢাকার বাইরে এখনো মব জাস্টিস চলছে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ডেস্ক রিপোর্ট: ঢাকার আশপাশে মব জাস্টিস কমলেও দেশের বিভিন্ন এলাকায় এখনো মব জাস্টিস চলছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ১২তম সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন ।
সভায় জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলা রেকর্ড, সারা দেশের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি, মব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, ছিনতাই-চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিনসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়, খবর ঢাকা পোস্ট।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনের আগে আমরা ১৫ হাজার ৮৫১ জন পুলিশ সদস্য নিয়োগ দিয়েছি। বিজিবিতে ৪ হাজার ৪৬৯ জন, আনসারে ৫ হাজার ৫৫১ জন, কারা ১ হাজার ৫৫৮ জন এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে ২০৮ জন নিয়োগ দিয়েছি। এগুলো সব নতুন নিয়োগ। এসব পদের মধ্যে কিছু সৃজিত পদ ও কিছু শূন্যপদ।
পুলিশের এসব নিয়োগ সাব ইন্সপেক্টর থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত। এ ছাড়া আনসার ও বিজিবির ক্ষেত্রেও কনস্টেবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আমরা চাই মব জাস্টিসটা যতটা কমিয়ে আনা যায়। কয়েকদিন আগে রংপুরে একটা মব জাস্টিস হয়েছে। ঢাকায় মব জাস্টিস কমলেও আশপাশে কিন্তু মব জাস্টিস কিছু হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি এটা যতটা কমিয়ে আনা যায়।
১৫ আগস্ট ঘিরে ফুল দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল কি না– এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ফুল দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল কি না আমি জানি না। কিন্তু আমাদের নির্দেশনা ছিল কোনা অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে সে বিষয়ে খেয়াল রাখা।
মাইটিভির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলার ঘটনায় বাদী বলেছেন এ ঘটনায় তার সম্পৃক্ততা নেই। তবুও কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে– এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, এ বিষয়ে কোর্টকে জিজ্ঞাসা করেন। পুলিশের অ্যারেস্ট করা অবৈধ হলে কোর্ট তাকে ছেড়ে দেবে। কোর্ট কারো কথা

শোনে না। তারা স্বাধীন।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আমরা চাই সাধারণ জনগণ বা নির্দোষ জনগণ কোনোভাবেই যেন হয়রানির শিকার না হয়। যে দোষী সে কোনো অবস্থায় ছাড়া পাবে না। আমরা সবসময় চুনোপুঁটিগুলো ধরি। বড় রুই মাছ সবসময় ছাড়া পেয়ে যায়। বড় একটা ধরা পড়েছে, এখন আপনারা সবাই লেগে গেছেন। চুনোপুঁটি সম্পর্কে কিন্তু কেউ কিছু বলছেন না। সুতরাং নির্দোষ এমন কেউ, হোক ছোটখাটো, ধরা হলে সে সম্পর্কে আপনারা বলেন। আপনারা সবসময় সত্য ঘটনা বলে থাকেন, আপনাদের ধন্যবাদ।

এনসিপি থেকে মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

ডেস্ক রিপোর্টঃ দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্য সচিব মাহিন সরকারকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাত স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, গুরুতর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম এবং সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে মাহিন সরকারকে স্ব-পদ ও দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করা হলো। বহিষ্কার আদেশটি আজ থেকে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

ডাকসু নির্বাচন: ছাত্রশিবিরের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা

ডেস্ক রিপোর্ট: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির।

২৮ সদস্যের এই প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচন করবেন সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি সাদিক কায়েম। সাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন শিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদ, খবর বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর।

সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফর্ম তুলে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন শিবিরের নেতাকর্মীরা।

তফসিল অনুযায়ী ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ১১ আগস্ট।

নির্বাচনের মনোনয়নপত্র গ্রহণের সবশেষ তারিখ ১৯ অগাস্ট। পরদিন ২০ আগস্ট মনোনয়নপত্র বাছাই ও ২১ আগস্ট প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন ২৫ আগস্ট। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৬ আগস্ট।

শিবিরের প্যানেল

- সহ-সভাপতি (ভিপি): সাদিক কায়েম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি)
- সাধারণ সম্পাদক (জিএস): এস এম ফরহাদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি)
- সহ-সাধারণ সম্পাদক: মহিউদ্দিন খান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক)

‘আন্তর্জাতিক’ পরিচয় হারাচ্ছে ঢাকা বাণিজ্য মেলা

ডেস্ক রিপোর্টঃ প্রায় তিন দশক ধরে “ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা” নামে পরিচিত দেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য প্রদর্শনী এবার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আগামী বছর থেকে মেলাটির নাম হবে শুধু ঢাকা বাণিজ্য মেলা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) জানায়, মেলায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে। অনেক বিদেশি ব্র্যান্ড সরাসরি না এসে স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে অংশ নিচ্ছে, ফলে পণ্যের মান যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়ছে এবং ‘আন্তর্জাতিক’ ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হচ্ছে।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, “নামে আন্তর্জাতিক হলেও বাস্তবে এটি আন্তর্জাতিক নয়। তাই নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে।” তবে আশার খবর হলো—বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো চাইলে নতুন নামের অধীনে আয়োজিত ঢাকা বাণিজ্য মেলাতেও অংশ নিতে পারবে। পাশাপাশি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আসছে নভেম্বরে ‘সোর্সিং বাংলাদেশ ২০২৫’ নামে একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক সোর্সিং ফেয়ার আয়োজন করবে, যা সত্যিকার অর্থেই বৈশ্বিক ক্রেতাদের সামনে বাংলাদেশের পণ্য উপস্থাপন করবে।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা না থাকলে বিনিয়োগ আসবে: ফরেন ইভেস্টরস সামিটে বক্তারা

ডেস্ক রিপোর্ট: বর্তমান বাংলাদেশে শুধু রাজনীতিবিদ নন, সবার কাছেই অগ্রাধিকার পাচ্ছে অর্থনীতি। সংকটের মধ্যেও ঘুরে দাঁড়ানোর অন্তর্নিহিত শক্তি আছে দেশের অর্থনীতির। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। পোশাক শিল্প অর্থনীতি বড় করেছে। তবে পরবর্তী ধাপে যেতে হলে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন নিশ্চিতে শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়তে হবে,খবর সমকাল।

বুধবার রাজধানীর বনানী শেরাটন হোটেলে ফরেন ইনভেস্টরস সামিটে বক্তারা এসব কথা বলেন। ব্র্যাক ইপিএল আয়োজিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

জাপানি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান কন্টেক্সচ্যুয়াল ইনভেস্টমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকাও হিরোসি বলেন, ‘বাংলাদেশ স্বল্পমেয়াদি কার্যকর মূলধনের চমৎকার ব্যবহার প্রমাণ করেছে। তৈরি পোশাক শিল্প প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছে। এই সাফল্যকে পরবর্তী ধাপে নিতে হলে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন যুক্ত করতে হবে। তবে আমাদের মতো বিনিয়োগকারীদের আনতে হলে নিশ্চিত করতে হবে সুশাসন, সঠিক কাঠামো, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা। অনুগ্রহ করে সেদিকে কাজ করুন, আমরা সমর্থন করব।’
তিনি বলেন, ‘বিদেশিরা এলে অর্থনীতিতে দ্রুত গতি যেমন পায়, তেমনি শঙ্কা দেখলে দ্রুতই চলে যায়। আমাদের ধরে রাখতে হলে রাজনীতিতে সহিংসতা করা চলবে না। আমি আসব, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে জাপানে ফিরে যাব।’
এশিয়া ফন্ট্রিয়ার ইনভেস্টমেন্টের ফান্ড ম্যানেজার রুচির দেশাই বলেন, গত বছর বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার পরিবর্তনের মিল আছে। শ্রীলঙ্কা এরই মধ্যে স্থিতিশীলতা ফিরে পেয়েছে সফলভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে।

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com